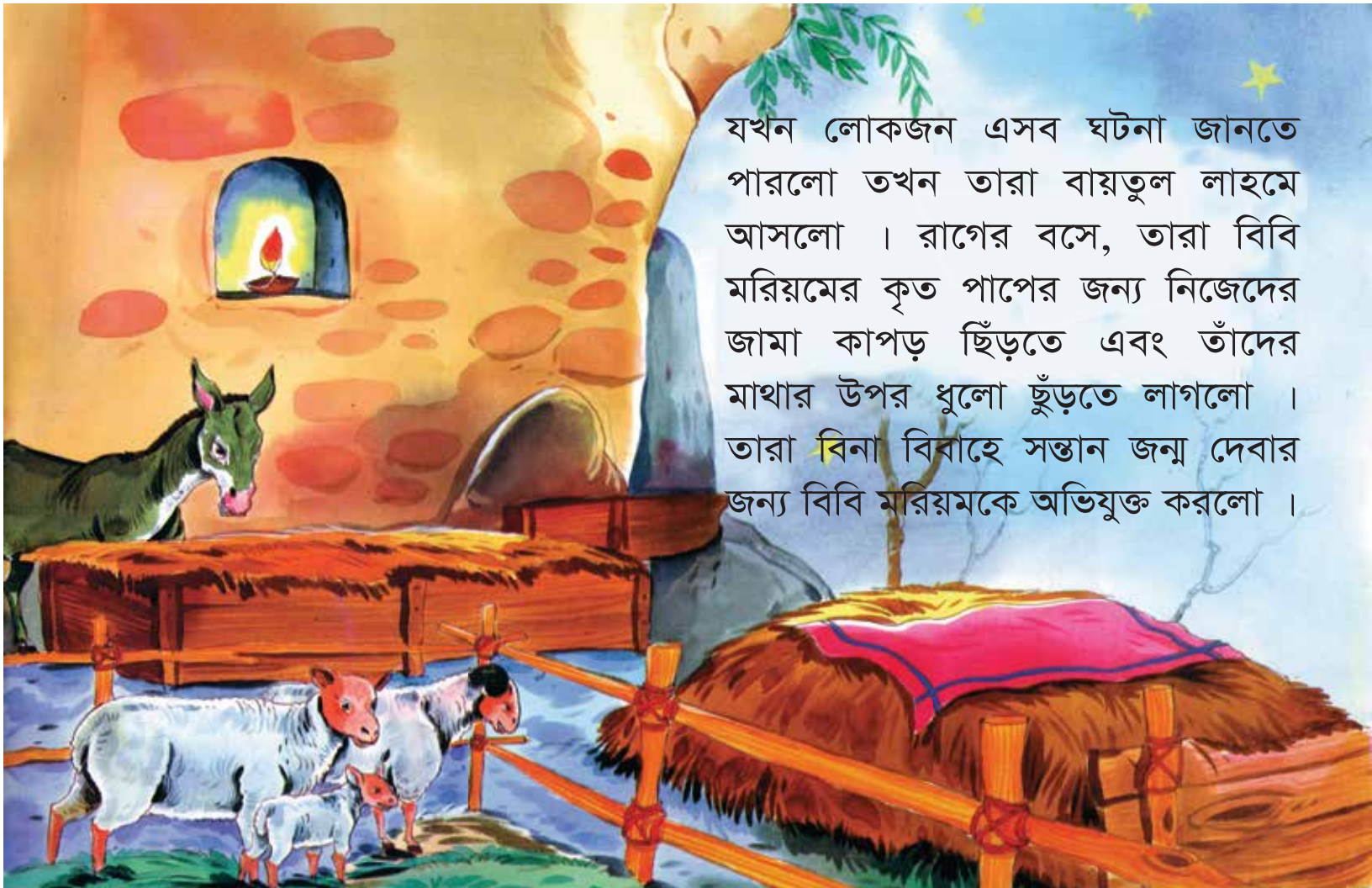

যখন লোকজন এসব ঘটনা জানতে পারলো তখন তারা বায়তুল লাহমে আসলো । রাগের বসে, তারা বিবি মরিয়মের কৃত পাপের জন্য নিজেদের জামা কাপড় ছিঁড়তে এবং তাঁদের মাথার উপর ধুলো ছুঁড়তে লাগলো । তারা বিনা বিবাহে সন্তান জন্ম দেবার জন্য বিবি মরিয়মকে অভিযুক্ত করলো ।

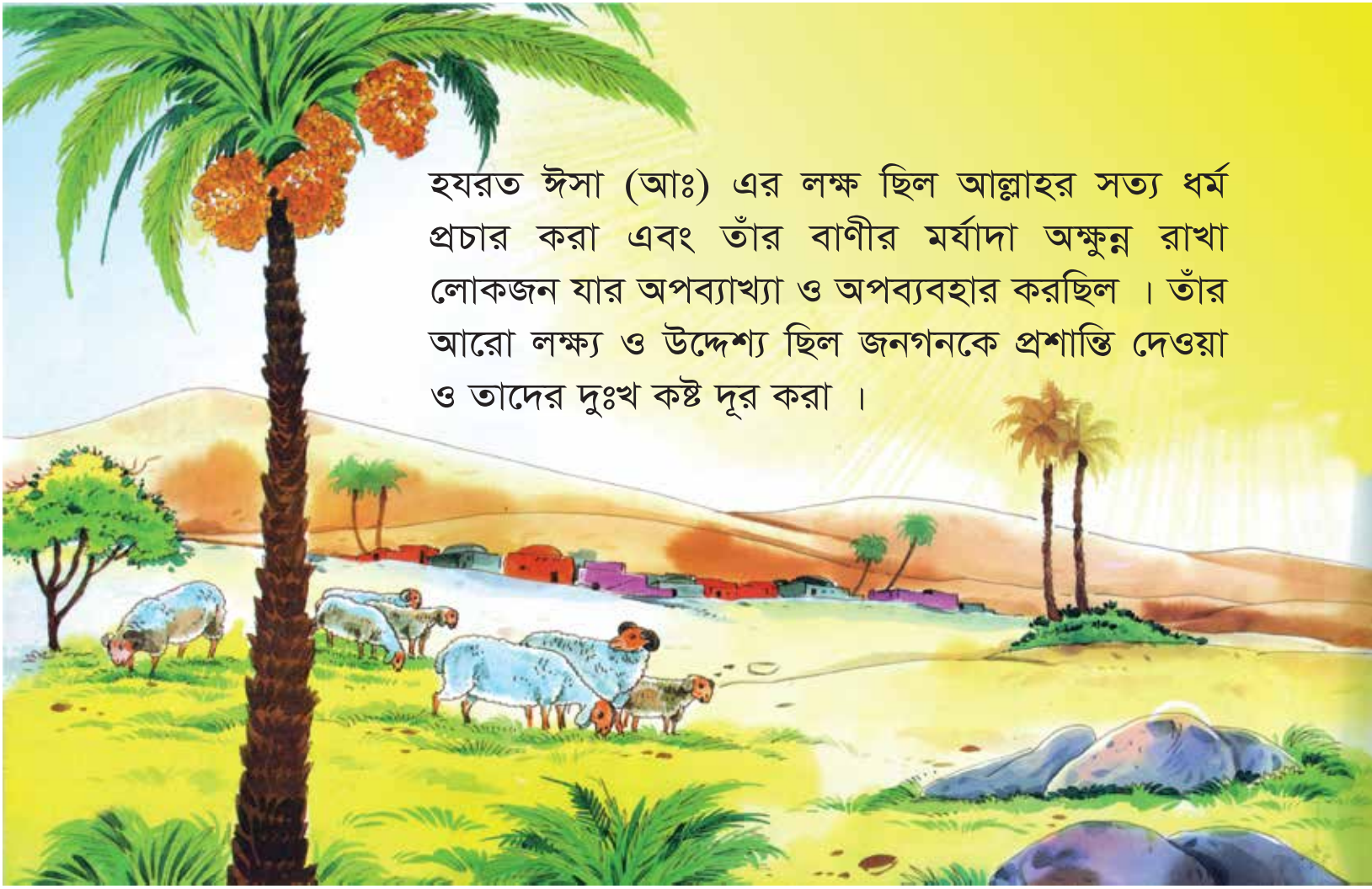

হযরত ঈসা (আঃ) এর লক্ষ ছিল আল্লাহর সত্য ধর্ম প্রচার করা এবং তাঁর বাণীর মর্যাদা অক্ষুন্ন রাখা লোকজন যার অপব্যাখ্যা ও অপব্যবহার করছিল । তাঁর আরো লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ছিল জনগনকে প্রশান্তি দেওয়া ও তাদের দুঃখ কষ্ট দূর করা ।

আল্লাহ্ ঈসা (আঃ) এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সফল করতে তাঁকে বিভিন্ন অলৌকিক ক্ষমতা দান করেছিলেন। তিনি আল্লাহর বাণী প্রচার করতেন। তিনি বিভিন্ন অলৌকিক ঘটনা দেখিয়ে লোকদের আল্লাহর একত্ববাদের কথা বোঝানোর চেষ্টা করতেন। হযরত ঈসা (আঃ) মাটি দিয়ে পাখি তৈরী করতে পারতেন এবং আল্লাহর হুকুমে সেগুলো জীবন্ত হয়ে উঠতো ।

মা মরিয়ম তাদেরকে বললেন বিষয়টি তাঁর দোলনায় শায়িত শিশু টিকে বলতে । আল্লাহর অসীম রহমতে অল্প কয়েক দিনের শিশুটি তাঁর মায়ের পক্ষে কথা বলে উঠলো । কয়েকদিনের শিশুটিকে স্পষ্ট ভায়ায় কথা বলতে দেখে তারা সবাই অবাক হয়ে গেল ।

হযরত ঈসা (আঃ) দোলনা থেকে বলে উঠলেন যে তিনি হলেন আল্লাহর একজন গোলাম । আল্লাহ তাঁকে নবী হিসেবে প্রেরণ করেছেন এবং নামায আদায় করার, যাকাত দান করার এবং তাঁর মায়ের প্রতি আনুগত্যশীল থাকার সুযোগ দান করে ধন্য করেছেন । শিশুটির এই কথা গুলো ইসরাইল বাসীদের চোখ খুলে দিল ।